কিয়ামুল লাইল

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল

সত্যায়ন
প্রকাশন

সত্যায়ন
প্রকাশন

কিয়ামুল লাইল

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০১৮

ISBN : 978-984-34-4769-2

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০১৮

অনুবাদ কৃতজ্ঞতা : সুবুত টিম
সম্পাদনা : জাকারিয়া মাসুদ

অনলাইন পরিবেশক :
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

মূল্য : ৪৭ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
facebook.com/ sottayonprokashon

লেখক পরিচিতি

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। বাবা শাইখ মূসা জিবরীল মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন বলে আহমাদ মূসা জিবরীল শৈশবের বেশ কিছু সময় মদীনায় কাটান। সেখানেই এগারো বছর বয়সে তিনি কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। *বুখারি* ও *মুসলিম* মুখস্থ করেন হাইস্কুল পাশ করার আগেই। শাইখ আহমাদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৮৮৯ সালে হাইস্কুল পাশ করেন এবং কৈশোরের বাকি সময়টুকু সেখানেই কাটান। পরবর্তীকালে তিনি *বুখারি* ও *মুসলিম*-এর সনদ মুখস্থ করেন। এরপর কুতুবুস সিত্তাহর বাকি চারটি গ্রন্থও মুখস্থ করেন। শাইখ আহমাদও তাঁর বাবার মতো মদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শারীআর ওপর ডিগ্রি নেন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে জুরিস ডক্টর ডিগ্রি ও আইনের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বহু আলিমের কাছ থেকে ইলম অধ্যয়ন করেন। আঠারো বছর বয়স হবার আগেই তিনি তাঁর বাবার কাছে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-এর পুরো *মাজমুয়ুল ফাতাওয়া* (৩৭ খণ্ডে সমাপ্ত), ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﵀-এর কিতাব ও ইমাম ইবনু হাযম ﵀-এর *আল-মুহাল্লা* (১১ খণ্ডে সমাপ্ত) পড়ে ফেলেন। আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ ইবনু উসাইমিন ﵀-এর তত্ত্বাবধানে অনেকগুলো

কিতাবের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেন, তিনি তাঁর কাছ থেকে অত্যন্ত বিরল তাযকিয়াও লাভ করেন। শাইখ বকর আবূ যায়িদ ﵀-এর সাথে একান্ত দারসে তিনি ইমাম ও মুজাদ্দিদ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু আব্‌দিল ওয়াহহাব ﵀ ও শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀-এর কিছু কিতাবও অধ্যয়ন করেন। শাইখ মুহাম্মাদ মুখতার শানকিতি ﵀-এর অধীনে চার বছর পড়াশোনা করেন এবং আল্লামা হামুদ বিন উকলা শুয়াইবি ﵀-এর অধীনেও অধ্যয়ন করেন, তাঁর কাছ থেকে তাযকিয়াও লাভ করেন।

তিনি তাঁর বাবার সহপাঠী শাইখ ইহসান ইলাহি জহির ﵀-এর অধীনেও পড়াশোনা করেছেন। শাইখ ইহসান আমেরিকায় কিশোর শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের সাথে পরিচিত হবার পর চমৎকৃত হয়ে তাঁর বাবাকে বলেন, 'ইন শা আল্লাহ আপনি একজন মুজাদ্দিদ গড়ে তুলেছেন।' তিনি আরও বলেন, 'এই ছেলেটি তো আমার বইগুলো সম্পর্কে আমার চেয়েও বেশি জানে।'

'আর রাহিকুল মাখতুম'-এর লেখক শাইখ সফিয়ুর রহমান মুবারাকপুরি ﵀-এর অধীনে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল দীর্ঘ পাঁচ বছর অধ্যয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি অধ্যয়ন করেন শাইখ মুকবিল, শাইখ আবদুল্লাহ গুনাঈমান, শাইখ মুহাম্মাদ আইয়ূব এবং শাইখ আতিয়াহ সালিম রহিমাহুমুল্লাহ-এর অধীনে। শাইখ আতিয়াহ সালিম ছিলেন আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন শানকিতি ﵀-এর প্রধান ছাত্র, শাইখ শানকিতি ﵀-এর ইন্তিকালের পর তাঁর প্রধান তাফসিরগ্রন্থ *'আদওয়ায়ুল বায়ান'*-এর কাজ তিনিই শেষ করেন। আহমাদ মূসা জিবরীল শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায ﵀-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর শাইখ ইবরাহীম হুসাইন ﵀-এরও ছাত্র ছিলেন। 'আল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ লিল বুহুসিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা'—*Permanent Committee for Islamic Research and Issuing Fatwas*—এর প্রথম দিকের সদস্য শাইখ আবদুল্লাহ কাওদ ﵀-এর সাথে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হাজ্জ করার সুযোগ লাভ করেন। এ ছাড়া দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষাণাবেক্ষণ কমিটির প্রধান শাইখ সালিহ হুসাইনের অধীনেও তিনি অধ্যয়নের সুযোগ পান।

আহমাদ মূসা জিবরীল মুহাদ্দিস শাইখ হামাদ আনসারি ﵀-এর অধীনে হাদীস অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়া লাভ করেন। তিনি শাইখ আবূ মালিক মুহাম্মাদ শাকরা ﵀-এর অধীনেও অধ্যয়ন করেন। শাইখ আবূ মালিক ছিলেন শাইখ আলবানি ﵀-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শাইখ আলবানি ﵀ শাইখ আবূ মালিককে তার জানাযার ইমামতি করার জন্য অসিয়ত করে যান। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল, রবি মাদখালির জামাতা শাইখ মূসা কারনিরও ছাত্র। কুরআনের

ব্যাপারে তিনি শাইখ মুহাম্মাদ মাবাদ ও অন্যান্যদের কাছ থেকে ইজাযা-প্রাপ্ত হন। শাইখ মূসা জিবরীল ও শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ইলম থেকে উপকৃত হবার জন্য শাইখ বিন বায ﷺ আমেরিকায় থাকা সউদি ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। শাইখ বিন বায ﷺ-এর মৃত্যুর তিন মাস আগে শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল তাঁর কাছ থেকেও তাযকিয়া লাভ করেন। শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীলের ব্যাপারে মন্তব্য করার সময়ে শাইখ বিন বায ﷺ তাঁকে 'শাইখ' হিসেবে সম্বোধন করে বলেন, তিনি তাঁর সুপরিচিত এবং উত্তম আকীদা পোষণ করেন।

শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল বর্তমানে আমেরিকায় বসবাসরত।

তাহাজ্জুদ

আমাদের আলোচনার মূল বিষয়টা হলো, রমাদানের পরও পুরোটা বছর কীভাবে আমলের ওপর থাকা যায়, রমাদানের পরও একজন মুসলিম কীভাবে নেককার থাকতে পারবে, এ নিয়ে।

এই আমলটির ব্যাপারে উম্মাহর অধিকাংশের ধারণা এমন যে, এটি কেবল রমাদানেরই বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অথচ তা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত যার মাধ্যমে একজন মুসলিম বুঝতে পারে—সে সত্যিই আল্লাহকে ভালোবাসে কি না, অথবা আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন কি না। আর এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতটি হলো কিয়াম ও তাহাজ্জুদ। রমাদানে একে তারাবী বলা হয়।[১] এ হলো নেককারদের পাঠশালা। কিয়াম ও তাহাজ্জুদ হলো মুমিনের প্রশান্তি। কেউ যখন কোনো সমস্যায় পড়ে, তখন এই রাতের সালাত ও কিয়াম হয় তার সমস্যা সমাধানের মাধ্যম।

অনেক সময় দেখা যায়—যারা আল্লাহ, রাসূল ﷺ ও ইসলামকে ভালোবাসার দাবি করেন, তারা বিভিন্ন ওয়েবসাইটে তাদের সেই মনোভাব প্রকাশ করেন, ফেইসবুকে পোস্ট দেন। হয়তো তাদের গাড়ির বাম্পারেও (আই লাভ আল্লাহ, আই লাভ মুহাম্মাদ এ-জাতীয়) স্টিকার লাগান। তবে মানুষজন আল্লাহকে সত্যিই ভালোবাসে কি না, তা তাহাজ্জুদই নির্ধারণ করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

[১] তারাবী ও তাহাজ্জুদ একই সালাত কি না, এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে ইখতিলাফ রয়েছে।

اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اٰنَآءَ الَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَآئِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَيَرْجُوْ رَحْمَةَ رَبِّهٖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ۝٩

'(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর, নাকি সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? এদের জিজ্ঞেস করো—যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে? কেবল বিবেক-বুদ্ধির অধিকারীরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।'[২]

এখানে মূলত আল্লাহ তাআলা কিয়াম ও তাহাজ্জুদ আদায়কারীকে তাহাজ্জুদহীন ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করতে নিষেধ করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে কিয়ামুল লাইল। তাহাজ্জুদ হলো شَرَفُ الْمُؤْمِنِ—মুমিনের সম্মান। কিয়াম ও তাহাজ্জুদ হাশরের মাঠের উজ্জ্বলতা। তাহাজ্জুদ কুরআনে বর্ণিত মুমিনদের বৈশিষ্ট্য; আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلَامًا ۝٦٣ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝٦٤

'রহমানের (প্রকৃত) বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয়—তোমাদের সালাম। তারা নিজেদের রবের সামনে সাজদায় অবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে রাত কাটিয়ে দেয়।'[৩]

যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে একান্তে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করতে চায়, তাদের জন্য রাতের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হচ্ছে তাহাজ্জুদ। সালাফদের পরিবারগুলোর দিকে তাকান, তাঁদের সাথে নিজেদের তুলনা করুন। আবূ হুরায়রা ﵁ রাতকে তিনটি অংশে ভাগ করতেন। একভাগ তিনি নিজে, একভাগ তাঁর খাদেম এবং এক ভাগ তাঁর স্ত্রী ইবাদাত করতেন। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنَ اللَّيْلِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

'রাতের বেলা এমন একটি সময় আছে, যে সময় একজন মুসলিম আল্লাহর

[২] সূরা আয যুমার, (৩৯) : ৯ আয়াত।

[৩] সূরা আল ফুরকান, (২৫) : ৬৩-৬৪ আয়াত।

কাছে উত্তম যা-ই চাইবে, আল্লাহ তাকে তা-ই দেবেন।'[৪]

আবূ হুরায়রা ﵁-এর পরিবার আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত। উদাহরণ-স্বরূপ, তাঁদের যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হতো, তবে তিনি, তাঁর খাদেম ও স্ত্রী সবাই মিলে আল্লাহর কাছে চাইতেন; গোটা রাত তাঁরা ক্ষমাপ্রার্থনা, দুআ ও সালাতে কাটিয়ে দিতেন, একমুহূর্তও বাদ যেত না। আল্লাহ কি এই ডাকাডাকির প্রতি সাড়া দেবেন না?

আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ

'আল্লাহ তাআলা সেই পুরুষের ওপর সন্তুষ্ট হন, যে রাতের বেলা ঘুম থেকে জাগে ও ইবাদাত করে। তারপর সে তার স্ত্রীকে ডেকে দেয়, আর যদি সে উঠতে অস্বীকৃতি জানায় তা হলে মুখে পানির ছিটা দিয়ে তার ঘুম ভাঙায়।'

হাদীসের অপর অংশে বলা হয়েছে,

رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

'সেই নারীর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, যে নিজে রাতে জাগে, ইবাদাত করে এবং স্বামীকে ডেকে দেয়। আর যদি সে উঠতে অস্বীকৃতি জানায়, তা হলে তার মুখে পানির ছিটা দিয়ে ঘুম ভাঙায়।'[৫]

কী মনোমুগ্ধকর একটি হাদীস! অনন্য একটি হাদীস! পরিবারের সবাই মিলে আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং একে অপরকে এ জন্য উৎসাহ-প্রদান করতে এই হাদীস অনুপ্রাণিত করবে। একটি ভালোবাসাময় পরিবার, যেখানে স্বামী স্ত্রী কেউ কারও ওপর বলপ্রয়োগ করছে না। দুজনেই (সালাত আদায়ের জন্যে) ঘুম থেকে জাগতে চায়। তারা একে অপরকে আদর করে বলছে—প্রিয় আমার! আমি যদি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে না উঠতে পারি, তবে আমাকে পানির ছিটা

[৪] *সহীহ মুসলিম* : ১৮০৭।

[৫] *মুসনাদু আহমাদ* : ৭৪০৪; *সুনানু আবী দাউদ* : ১৩১০।

দিয়ে জাগিয়ে দিয়ো। আমি কসম করে বলতে পারি, একজন স্বামী কিংবা স্ত্রী—কেউ যদি ইখলাসের সাথে প্রতিনিয়ত আল্লাহর জন্য এমনটা করতে থাকে, তবে তারা এ যাবৎকালের সবচেয়ে সুখী দাম্পত্য জীবনের অধিকারী হবে।

আপনার বিবাহিত জীবনে সমস্যা চলছে, তা হলে তাহাজ্জুদই সমাধান। আপনি ও আপনার স্ত্রী উঠুন। একটি পরিবারে স্বামী তার স্ত্রীকে ইবাদাতের জন্য পানির ছিটা দিয়ে ঘুম থেকে জাগাতে চায়, স্ত্রীও তার স্বামীকে এভাবে জাগাতে চায়, তা হলে এমন একটি পরিবারে কীভাবে কলহ-বিবাদ থাকতে পারে। এই ধরনের পরিবারের সন্তানদের বেড়ে ওঠার সাথে সালাহউদ্দিন আইয়ূবি ﵀ ও উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সন্তানদের বেড়ে ওঠার মাঝে কি কোনো পার্থক্য থাকতে পারে? ভবিষ্যতে তাদের সন্তানদের ওপর এটি কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? অনেক সময় ছেলেমেয়েদের ভালোভাবে গড়ে তুললেও তারা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

اِنَّكَ لَا تَهْدِیْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ یَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ

‘তুমি যাকে পছন্দ করো, ইচ্ছে করলেই তাকে সুপথে আনতে পারো না; বরং আল্লাহই যাকে যাকে চান সুপথে আনেন।’[৬]

যাই হোক, একটি শিশু তার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনাটি কখনও ভুলে না, এমনকি অনেক বছর পার হয়ে গেলেও সে মনে রাখে। আমার দাওয়াহ-জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ-জ্ঞান, একদিন সে ঠিকই বলবে—আল্লাহর শপথ! তুমি ঠিক বলেছ। আমি প্রতিরাতে আমার বাবা-মাকে রাতের শেষাংশে উঠে সালাত আদায় করতে দেখতাম। বিষয়টি তাদের অন্তরে গেঁথে যায়, কখনও বিপথগামী হলে একসময় এটা তাদের ভুল পথ থেকে হিদায়াতের দিকে ফিরিয়ে আনে।

উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ তাঁর পুরো পরিবারকে ফজরের আগেই ডেকে ওঠাতেন, তাদের এই আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাতেন :

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ؕ

‘আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর

[৬] সূরা আল কাসাস, (২৮) : ৫৬ আয়াত।

ওপর অবিচল থাকুন।'[৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيْعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِيْنَ وَالذَّاكِرَاتِ

'যখন একজন মানুষ তার স্ত্রীকে রাতে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে এবং একাকী অথবা জামাআতে মাত্র দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তবে তাদের যাকিরিনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।'[৮]

সুবহানাল্লাহ! মাত্র দুই রাকআত সালাত আদায় করলেই যাকিরিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যায়। যাকিরিন কারা?

সূরা আহযাবে আল্লাহ তাআলা বলছেন,

وَالذَّاكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

'আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী (যাকিরিন) পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।'[৯]

আল্লাহর সান্নিধ্যে রাত অতিবাহিত করা কতই-না চমৎকার! কিন্তু অনেকেই টিভির চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে রাত পার করাকে পছন্দ করে। আবার অনেকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে রাত পার করে দেয়, এভাবে তারা ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কেউ মেয়েদের সাথে, কেউ মদের সাথে আবার কেউ কেউ আছে যারা এমন অর্থহীন কাজের মাঝে ডুবে থাকে যেগুলো না হালাল না হারাম। অনেকেই তাদের কানে শয়তানের প্রস্রাব করাকে পছন্দ করে; যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে, যারা রাতের সালাতে ঘুম থেকে ওঠে না, শয়তান তাদের কানে প্রস্রাব করে দেয়। অপরদিকে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর সান্নিধ্যে রাত অতিবাহিত করা পছন্দ করে, এমন লোক পাওয়া খুবই দুষ্কর।

---

[৭] সূরা ত্ব-হা, (২০) : ১৩২ আয়াত।

[৮] হাদীসটি শাইখ আল-আলবানি ﷺ-এর মতে সহীহ। হাদীসের রাবিগণ *সহীহ বুখারি* ও *সহীহ মুসলিম*-এর রাবির মতো।

[৯] সূরা আল আহযাব, (৩৩) : ৩৫ আয়াত।

আল্লাহ তাআলা কাউকে ভালবাসেন কি না, কিংবা কারও ওপর সন্তুষ্ট কি না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে—সে ব্যক্তি রাতের সালাত নিয়মিত আদায় করতে পারছে কি না। যদি আপনি নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায় করতে পারেন, তবে নিশ্চিত থাকুন—আল্লাহর কাছে আপনি মর্যাদাবানদের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তির ওপর কতটুকু সন্তুষ্ট, তা বোঝার সর্বোত্তম উপায় হলো ওই ব্যক্তি নিয়মিতভাবে রাতের সালাত আদায় করতে পারছে কি না। কেবল বিশেষ কিছু বান্দাকেই আল্লাহ ﷻ অন্ধকার রাতের সেই মহামূল্যবান সময় তাঁর সান্নিধ্যে পার করার জন্য কবুল করেন। আল্লাহ ﷻ শুধু তাদেরকেই এই সম্মান প্রদান করেন, যারা এই সম্মান পাবার যোগ্য। আল্লাহ ﷻ ওই সময়ের জন্য কেন পছন্দ করলেন, এটা কি এজন্য যে, সে ব্যক্তি দেখতে কেমন কিংবা তার স্যুট ও টাই আছে অথবা মেয়েটি সুন্দর মেকআপ নিয়েছে? না, এর কোনোটিই নয়। বরং বান্দা আল্লাহর কতটা নৈকট্যশীল, এটা নির্ভর করে বান্দার পাপ ও আমলের ওপর। ব্যাপারটি গুরুত্বের সাথে মনে রাখা দরকার, কেউ যদি বিনয়, নম্রতা, আন্তরিকতা, ভয় ও নিষ্ঠার সাথে রাতে সুন্দরভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে, তবে সে আল্লাহর নির্বাচিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কেউ আল্লাহর কালামে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ অনুভব করে, আল্লাহর বাণী দ্বারা নিজ অন্ধকার ঘরকে আলোকিত করে, তবে বুঝে নিতে হবে : আল্লাহ ﷻ তাঁর এই বান্দাকে ভালবাসেন। আর সে এর যোগ্য ছিল।

(এখন আপনাদের যে কাহিনিটি বলতে চাচ্ছি,) এটা কোনো বানানো গল্প নয়। এক ব্যক্তি ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀-এর কাছে এসে বলল, 'আমি তাহাজ্জুদ আদায় করতে চাই, কিয়াম করতে চাই, কিন্তু রাতে উঠতে পারি না, কেন?' হুবহু এমন একটি ঘটনাটি ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀-এর নামেও বলা হয়ে থাকে যে, এক লোক ফুযাইল ইবনু ইয়ায ﵀-কেও এমন প্রশ্ন করেছিল। যাই হোক, ইবরাহীম ইবনু আদহাম ﵀ বললেন, 'তুমি দিনে পাপে লিপ্ত থাকলে রাতের সালাতের জন্য উঠতে পারবে না।'

গভীর রাতে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোটা এমন এক সম্মান, পাপীরা যা অর্জন করার যোগ্যতা রাখে না। দুজন বিখ্যাত তাবিয়িরও এমন হয়েছিল। সুফইয়ান সাওরি ﵀ বলেন, 'আমার একটি পাপের কারণে আমি লাগাতার পাঁচ মাস তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারিনি।' সুফইয়ান সাওরি ﵀-এর জীবনী দেখলে কে বলবে যে, তিনি এমনটা করতে পারেন! ইলম, ইবাদাত ও আখলাকের দিক দিয়ে তিনি একজন অবাক-করা-মানুষ ছিলেন।